রাজমিস্ত্রিকে ছাত্রলীগ সভাপতি করায় নেতাদের পদত্যাগ

দানিছুর রহমান বাবু নামের এক রাজমিস্ত্রিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি করায় তাঁর সঙ্গে রাজনীতি করায় অনীহা জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন ওই ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ‘অধিকাংশ’ নেতা।

কমিটি গঠনের দুই সপ্তাহ পর গতকাল শনিবার কমিটি থেকে পদত্যাগ করে তাঁরা বিষয়টি জেলা ছাত্রলীগ নেতাদের অবহিত করেছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিও পাঠিয়েছেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি দানিছুর রহমান বাবুকে সভাপতি ও মেহেদী আলম আরিফকে সাধারণ সম্পাদক করে নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ২৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান এ কমিটি ঘোষণা করেন।

এই কমিটির সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম রোমান, নজরুল ইসলামসহ ১৩ নেতা গতকাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন, আহ্বায়ক কমিটি কিংবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই রাতের আঁধারে পকেট কমিটি গঠন করা হয়। যাঁকে সভাপতি করা হয়েছে তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ও পেশায় রাজমিস্ত্রি।

ঘোষিত কমিটিতে সহসভাপতি পদে থাকা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি করতে। কিন্তু কাউকে কিছু না বলেই হুট করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, এমনকি লেখাপড়া না জানা একজন রাজমিস্ত্রিকে সভাপতি করায় সবার মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।’

পদত্যাগী সহসভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। স্থানীয় সংসদ সদস্য র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা কোনো পদ ছাড়াই কাজ করে যাব। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে থেকে আমরা ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে পারি না।’

এ বিষয়ে দানিছুর রহমানের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। গতকাল

সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরে বেশ কয়েকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, দানিছুর স্নাতক শ্রেণিতে পড়ছেন।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান বলেন, স্থানীয় কোন্দলের কারণে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে। আর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম বলেন, পদ না পেয়ে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভন বলেন, সভাপতি যদি লেখাপড়া জানা লোক না হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।

জেলা সভাপতি মো. রবিউল হোসেন রুবেল বলেন, ‘ওই ইউনিয়নের কমিটি করতে জেলা ছাত্রলীগের কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আরো পড়ুন:গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

আলমডাঙ্গায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করলেন ডা. মাহাবুব

অর্থপেডিক্স সার্জন প্রফেসর ডাক্তার মাহাবুব হোসেন মেহেদী আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা তালতলা এলাকায় শীতার্তদের মাঝে ৫’শ কম্বল বিতরণ করেছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা স্টেশন রোডের নান্নু-টগর-আশু সড়কের শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন, ডা. আতিকুর রহমান, হাসানুজ্জামান, মিজানুর রহমান, তোতা,

হবিবার রহমান প্রমুখ।

একই রাতে চুয়াডাঙ্গা তালতলা ও আশপাশ এলাকায় কম্বল বিতরণ করেন। আলমডাঙ্গায় কম্বল বিতারণ কালে সংক্ষিপ্ত বক্তেব্য তিনি বলেন, শীতার্তদের জন্য কম্বল অনুদান নয়, এটা তাদের মৌলিক অধিকার। সরকারের পক্ষে সকল শীতার্থদের জন্য শীতবস্ত্র সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সেকারণে সমাজের বৃত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

শীতার্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতি সমাজের সক্ষমদের দায়িত্ব রয়েছে। আসুন শীতার্তদের দিকে সহযোগীতার হাত বাড়ায়। তাদের কেই উন্নয়নের মূল স্রোতে তুলে নিয়ে আসি।

মেপ্র/ আরপি

দর্শনায় হত্যা মামলার আসামী জামিনে বের হয়ে বাদী পক্ষ কে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবলীগ কর্মী পল্টু হত্যাকান্ডের ঘটনায় মামলার এজাহারভুক্ত আসামী তোতা, বাংলা ও আশিক জামিনে বের হতে না হতেই তাদের দলবল নিয়ে বাদী পক্ষকে হুমকি ধামকি দিতে শুরু করেছে।

গতকাল সকালের দিকে পল্টু হত্যার বাদী মঈন উদ্দীন মন্টুকে বাজারে একা পেয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখায় এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয় বিবাদী পক্ষের লোকজন। এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে।

বাদী পক্ষের থেকে জানাযায়, গত ২৩ আগস্ট দর্শনা পুরাতন বাজার রেল ইয়ার্ডে যুবলীগ কর্মী পল্টুকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে হত্যাকান্ডের ঘটনায় মামলার এজাহারভুক্ত আসামী স্বর্ণ ও মাদক চোরাকারবারী এবং একাধিক মামলার আসামী আব্দুল মান্নান খাঁন ও শেখ আসলাম আলী তোতা, দিপু, বাংলা, আলম, সোহেল ও আশিক এই ৭ জন কিছুদিন পালিয়ে আত্ম গোপন করে থাকার পর প্রশাসনের চিরনি অভিযানের প্রেক্ষিতে কৌশলে

হাই কোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিম্ন আদালতে হাজির হলে, নিম্ন আদালত তাদেরকে আটকে দেয়।

এরপর কয়েক মাস জেলের ভিতর থেকে একাধিকবার নিম্ন আদালতে ও উচ্চ আদালতে জামিনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে বিবাদী পক্ষ।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ই জানুয়ারি সোমবার উচ্চ আদালত ৭ জন আসামীর মধ্যে তোতা, বাংলা ও আশিকের জামিন মঞ্জুর করেন। সেখান থেকে কাগজপত্র চুয়াডাঙ্গায় নিম্ন আদালতে পৌঁছায় গত বৃহস্পতিবারে ওই দিনেই সন্ধার দিকে তারা ৩ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার হতে বের হয়।

আর জেল থেকে বের হতে না হতেই শুরু করেছে বাদী পক্ষের উপর বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি।

বাদী পক্ষ আরও জানান, প্রায় প্রতিনিয়তই বিবাদী পক্ষের লোকজন বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য বাদী পক্ষের লোকজনকে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে পল্টু হত্যার বাদী তার বড় ভাই দর্শনা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন মন্টুকে দর্শনা রেলবাজারের কাঁচা বাজারে একা পেয়ে মোবারক পাড়ার মৃত: কবীর খালাসীর ছেলে পল্টু হত্যা মামলার ২ নং আসামী শেখ আসলাম আলী তোতা, তার বড় ভাই পিন্টু,

মৃত: রাজ্জাক কম্পাউন্ডারের ছেলে ৪ নং আসামী সাইদ খাঁন বাংলা, ইমারতের ছেলে ৭ নং আসামী আশিক ও ১ নং আসামী মান্নান খাঁনের ছোট ভাই হাসু খাঁন সহ অজ্ঞাতনামা ২/৩ জন মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখায় এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। এতে করে বাদী পক্ষের লোকজন আশঙ্কা জনক অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তাই বাদী পক্ষের মঈন উদ্দীন মন্টু বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরী করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট-২০১৯ তারিখে প্রকাশ্যে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: আব্দুর রউফ এর ছেলে যুবলীগ কর্মী নঈমউদ্দিন আহম্মেদ পল্টু (৩৫) কে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে পিস্তুল উচিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে এবং ড্রেগার দিয়ে নৃশংস ভাবে খুঁচিয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে যুবলীগের নামধারী কিছু সন্ত্রাসীরা এবং একই গ্রামের মৃত: ফরজ আলীর ছেলে মঞ্জুর আহম্মেদ (৩৪) কে মারাত্মক

ভাবে পিটিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় নিহত পল্টুর বড় ভাই মঈনউদ্দীন বাদী হয়ে গত ২৪ আগষ্ট-২০১৯ তারিখে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আসামীরা হচ্ছে, দর্শনা মোবারক পাড়ার আলী হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান খাঁন (৪২), মৃত: কবির খালাসীর ছেলে শেখ আসলাম আলী তোতা (৪৩), দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত: জিয়াউল হকের ছেলে দিপু রেজা (৪১), মোবারক পাড়ার মৃত: আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাইদ খাঁন ওরফে বাংলা (৪১), বাদল খানের ছেলে মোঃ আলম (৪৩), ডাঃ শামসুল ইসলামের ছেলে মোঃ সোহেল (৪০) ও ইমারত আলীর ছেলে আশিক (২১) এ সাতজন সহ অজ্ঞাত আরো ১০/১২ জনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়দের মধ্যে অনেকে বলেছেন, পূর্বেও উক্ত মামলার আসামী মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা ও আলম হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটিয়েও টাকার জোরে ও ক্ষমতার দাপটে বের হয়ে আসে। এবং মোটা টাকার বিনিময়ে বিএনপি থেকে এসে আওয়ামী লীগের মত একটি বড় দলের একাংশ যুবলীগে পদ দখল করে নেয়।

ফলে ক্ষমতার দাপট আরো বেড়ে যায়। দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে এতোটাই বেড়ে যায় যে দর্শনার ইতিহাসে যা ছিলোনা ঠিক তাই করে তারা রেকর্ড গড়ে তোলে শুধু ক্ষমতার লোভে। যার বহিঃপ্রকাশ শোকাবহ আগস্টের ২৩ তারিখ বিকাল সাড়ে ৫ টায় পল্টুর তাজা জীবন ও মঞ্জুর এর রক্তাক্ত জখম। যা আওয়ামী লীগ দলকেও কলঙ্কিত করেছে।

কি দোষ ছিলো নিহত সেই পল্টুর এবং আহত মঞ্জুরের? কেউ জানে না। শুধুই আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। এর আগে দর্শনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামকে হত্যা করে এই মান্নান গ্যাং।

তার পরেও তারা বীর দর্পে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে। তবে এবার দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এই পল্টু হত্যাকান্ডের ঘটনার পরেও যদি ছাড় পেয়ে যায় তাহলে দর্শনায় আর কোন দিন শান্তি ফিরে আসবে না। বরং একের পর এক এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে আবারও।

উক্ত মামলার আসামীদের মধ্যে ৩ জন জামিনে বের হতে না হতেই বাদী পক্ষের লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দিতে শুরু করেছে। তাই বিচার বিভাগের নিকট আকুল আবেদন এই হত্যাকান্ডের সঠিক ও

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। যাতে করে পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস কারো না হয়।

মেপ্র/ আরপি

কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের উদ্যোগে এমপি চঞ্চলকে সংবর্ধনা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাড. শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১২টার দিকে শহরের কাশিপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ মাঠ চত্তরে এই সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক (অবঃ) ফারজেল হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাড. শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: শাহাজান আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, সরকারি কে.এম.এইচ ডিগ্রি কলেজের উপাধাক্ষ্য রেজাউর রহমান, মডেল থানার পরিদর্শক(তদন্ত) ইমরান আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ন-আহ্বায়ক শহিদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো: হুমায়ন।

এছাড়াও ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির, মিজানুর রহমান খাঁন, আব্দুল হান্নান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক, ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেপ্র/ আরপি

কার্পাসডাঙ্গায় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালনের লক্ষে আলোচনা সভা

কার্পাসডাঙ্গায় মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালনের লক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকালে কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চত্ত্বরে মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।

আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

তিনি বলেন, যারা আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মানে না, যারা মুক্তিযুদ্ধকে মানে না, সময় এসেছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। ওদের প্রতিহত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, মুজিব বর্ষ শুধু আজ বাংলাদেশেই পালন হচ্ছেনা, জাতি সংঘের ১৯৫ টি দেশে দিনটি একযোগে পালন করবে। জয়বাংলা আজ জাতীয় স্লোগান। দেশনেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে পড়েছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তমসের আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক উর রহমান, সেক্রেটারী নজির আহম্মেদ, নাটুদা ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি হামিদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম চুয়াডাঙ্গার আহবায়ক সার্জেন্ট সাইদুর রহমান সাঈদ (অব) এর সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু।

মেপ্র/ আরপি

গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটিকে স্থগিত ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মেহেরপুর জেলা শাখার অন্তর্গত গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সোহান খান ও আরিফুজ্জামান আল ইমরানকে দিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সেলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এদিকে নতুন কমিটি স্থগিত হওয়ায় গাংনী উপজেলার পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাৎক্ষনিক ভাবে আনন্দ মিছিল বের করে। সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ

শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরের ট্রাফিক আইল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা কর্মীরা বলেন, এ কমিটি স্থগিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখছে।

নেতা কর্মীরা মনে করেন স্থগিত হওয়া কমিটি যেহেতু রাজাকার পুত্র ও জামায়াত বিএনপি পরিবারের পুত্রকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন করে আওয়ামী লীগের পরিবার থেকে নেতা কর্মীদের দিয়ে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত দেবেন।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুরের ভাষা সৈনিক নজির হোসেনের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরের ভাষা সৈনিক নজির হোসেন বিশ্বাসের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় নিজ গ্রাম পিরোজপুেও জানাযা শেষে দাফন করা হয়েছে।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান মরহুমের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় সহকারী কমিশনার ভুমি মাইন উদ্দিন, পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার দুপুর ১ টার সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে বসবাস করে আসছিলেন। কয়েকদিন আগে গুরতর অসুস্থ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মরহুমের বড় ছেলে আবদুল্লাহ মাসুদ জানান, বাদ মাগরিব জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে।

প্রসঙ্গত, ভাষা আন্দোলনের জন্য মিছিল মিটিং পোষ্টার লাগানোর অপরাধে মেহেরপুরের তৎকালীন সাত ছাত্রকে আটক করেছিল পুলিশ। পরবর্তিতে ওই সাত ছাত্রকে স্কুল থেকে রাজটিকিট দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ভাষা সংগ্রাম কমিটির ছাত্ররা শহরে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে শহরে আন্দোলন করেছিলেন। তাদের একজন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের নজির হোসেন বিশ্বাস। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

মেপ্র/ইএম

ব্রেকিং নিউজ: এসএসসি পরীক্ষা শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি

২০২০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আজ শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

তিনি জানান, পূর্ব নির্ধারিত সময় ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হবে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের কারণে পূর্ব নির্ধারিত সময় ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হবে। এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গণমাধ্যমের সাথে তার হেয়ার রোডস্থ সরকারি বাস ভবনে কথা বলবেন।

উল্লেখ্য, সরস্বতী পূজার কারণে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের তারিখ পুননির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ৩০ জানুয়ারির পরিবর্তে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা

মেপ্র/ইএম

দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘ধর্ষণসহ সকল নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমরা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রাচত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা মানবাধিকার ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা মানবাধিকার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী রুবেল হোসেন, অধ্যক্ষ সুব্রত মল্লিক, সাজেদুর রহমান ফেটু, সুরাইয়া পারভীন মলি, আশরাফুন্নাহার আশাসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে দোষিদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান। সেই সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের ভাষা সৈনিক নজির হোসেন বিশ্বাস আর নেই

মেহেরপুরের ভাষা সৈনিক নজির হোসেন বিশ্বাস ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।